

DSE - A (Semester -5)

Educational Thought of Great  
Educators

Unit - 4 : Indian Educators (part 2)

\* Radhakrisnan



## Radhakrisnan :

ড: সৰ্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ছিলেন একজন দার্শনিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এবং লেখক। বিংশ শতাব্দীতে তিনি দর্শন তত্ত্বের একজন বড় মাপের পন্ডিত ছিলেন।

রাধাকৃষ্ণন তৎকালীন তামিলনাড়ুর তিরুটানিতে পুলিয়ানগুড়ি নামক স্থানের একটি তেলুগু ভাষী নিয়োগী ব্রাহ্মণ পরিবারে 5ই সেপ্টেম্বর 1888 সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সৰ্বপল্লী বীরস্বামী ও মাতা সৰ্বপল্লী সীতা।

### **শিক্ষা জীবন:**

তাঁর প্রাথমিক জীবন কাটে তিরুখানি ও তিরুপতিতে। তাঁর পিতা ছিলেন স্থানীয় জমিদারের খাজাঞ্চি। পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব একটা সচ্ছল ছিল না। তিনি ছাত্র জীবনে অতি মেধাবী ছিলেন। বিভিন্ন বৃত্তির মাধ্যমে তার ছাত্র জীবন এগিয়ে চলে। দূর সম্পর্কের এক দাদার কাছ থেকে দর্শনের বই পান এবং তখনই ঠিক করেন তিনি দর্শন নিয়ে পড়বেন।



স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করার জন্য তিনি "বেদান্ত দর্শনের বিমূর্ত পূর্বকল্পনা" (The Ethics of the Vedanta and metaphysical Presuppositions) বিষয়ে একটি গবেষণা মূলক প্রবন্ধ লেখেন। অধ্যাপক অ্যালফ্রেড জর্জ হগ তার প্রবন্ধ পড়ে খুবই খুশি হন। এই প্রবন্ধ যখন ছাপানো হয় তখন রাধাকৃষ্ণন এর বয়স 20 বছর। 1905 সালে তিনি মাদ্রাজ খ্রিস্টান কলেজ থেকে দর্শনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন।

### **কর্মজীবন:**

1909 সালে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। এরপর তিনি মাইসর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করেন। সেই সময় তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

তাঁর লেখা প্রথম গ্রন্থ "The Philosophy of Rabindranath Tagore" । দ্বিতীয় গ্রন্থ "The Reign of Religion in contemporary Philosophy" প্রকাশিত হয় 1920 সালে। মাইসর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালীন তিনি বেশকিছু পত্রিকা লেখেন - 'The Quest', 'Journal of Philosophy' এ বং 'International Journal of Ethics'।

বিশ্বের দরবারে তিনি অতি জনপ্রিয় দার্শনিক অধ্যাপক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। 1931 সালে তাকে 'British Knighthood' এ সম্মানিত করা হয়। 1954 তে ভারতরত্ন উপাধি পান।

### **রাজনৈতিক জীবন:**

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তার সফল কর্মজীবনের পর রাজনীতি শুরু করেছিলেন। UNESCO তে তিনি স্বাধীন ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন।

1947 সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তিনি ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি (সময়কাল: 1952 - 1962) এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি (সময়কাল: 1962 - 1967)।

রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্র ও বন্ধুরা তাঁর জন্মদিন পালন করতে চাইলে তিনি বলেন 'জন্মদিনের পরিবর্তে 5ই সেপ্টেম্বর যদি শিক্ষক দিবস উদযাপিত হয় তবে আমি বিশেষরূপে অনুগ্রহ লাভ করবো'।

---